MAWLANA BHASHANI SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY

SANTOSH, TANGAIL-1902

DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

Assignment No: 01

Course Title: Ethical and Professional Conduct

Course Code: ICT-3209

Assignment on: Revisiting first 11 stories from 23 tales of Leo Tolstoy and Developing Note in Bangla

Submitted By	**Submitted To**
Name: Abdur Rahim ID: IT-22031 3rd Year, 2nd Semester Session: 2021-2022 Dept. of ICT, MBSTU	**Dr. Ziaur Rahman** **Professor** Department of Information and Communication Technology **Mawlana Bhashani Science and Technology University**

Date of Performance: 15/22/2025 **Date of Submission:** 23/12/2025

Story 1: GOD SEES THE TRUTH, BUT WAITS

লিও টলস্টয়ের লেখা *"God Sees the Truth, But Waits"* গল্পটি মানবজীবনে সত্য, ধৈর্য, সহনশীলতা ও ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের উপর গভীর বার্তা বহন করে। গল্পের প্রধান চরিত্র ইভান দিমিত্রিচ আক্সিয়োনফ ছিলেন ভ্লাদিমির শহরের একজন সৎ ও সফল ব্যবসায়ী। একদিন তিনি নিজনি নোভগোরদ মেলায় যাওয়ার পথে এক পরিচিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে একই সরাইখানায় রাত্রিযাপন করেন। পরদিন সেই ব্যবসায়ীকে খুন করা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং আক্সিয়োনফের ব্যাগ থেকে রক্তমাখা ছুরি উদ্ধার হয়। নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তিনি সাইবেরিয়ায় কঠোর শাস্তিতে দণ্ডিত হন। কারাগারে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর কাটাতে কাটাতে আক্সিয়োনফের জীবনের সমস্ত আনন্দ ও আশা নিঃশেষ হয়ে যায়। তিনি ধৈর্যশীল, ধর্মভীরু ও শান্ত মানুষে পরিণত হন এবং সহবন্দিদের কাছে সম্মান অর্জন করেন। বহু বছর পর এক নতুন কয়েদি মাকার সেমিওনিচ কারাগারে আসে, যিনি প্রকৃত খুনি ছিলেন। আক্সিয়োনফ সত্য জানতে পারলেও প্রতিশোধ নেননি এবং গভর্নরের কাছে মাকারকে ফাঁস করেননি। পরবর্তীতে মাকার নিজের অপরাধ স্বীকার করে আক্সিয়োনফের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আক্সিয়োনফ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং বলেন ঈশ্বরই প্রকৃত বিচারক। শেষ পর্যন্ত আক্সিয়োনফ মুক্তির আদেশ আসার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। এই গল্পের মূল শিক্ষা হলো—মানুষের চোখে সত্য ধরা না পড়লেও ঈশ্বর সব দেখেন। সত্যের বিজয় দেরিতে হলেও অবশ্যম্ভাবী। ক্ষমা, ধৈর্য ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ।

Story 2: A PRISONER IN THE CAUCASUS

লিও টলস্টয়ের লেখা *"A Prisoner in the Caucasus"* গল্পটি সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতার শিক্ষা দেয়। গল্পের প্রধান চরিত্র ঝিলিন একজন রাশিয়ান সৈনিক, যিনি অসুস্থ মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য একাই যাত্রা শুরু করেন এবং পথে তাতারদের হাতে বন্দি হন। তাতাররা তাকে শিকলে বেঁধে রেখে মুক্তিপণ দাবি করে চিঠি লিখতে বাধ্য করে, কিন্তু ঝিলিন জানতেন তার মা গরিব, তাই তিনি ইচ্ছা করে ভুল ঠিকানা দেন। একই সঙ্গে আরেক সৈনিক কোস্তিলিনও বন্দি হয়, কিন্তু সে ছিল ভীরু ও দুর্বল এবং পালানোর সাহস পায়নি। বন্দি অবস্থায় ঝিলিন ধৈর্য ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তাতারদের জন্য কাজ করে, কাদামাটি দিয়ে পুতুল বানিয়ে তাদের মন জয় করে এবং পালানোর সুযোগ খুঁজতে থাকে। তাতার প্রধানের মেয়ে দিনা ঝিলিনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে খাবার দেয় এবং পরে পালাতে সাহায্য করে। একবার দুজন মিলে পালানোর চেষ্টা করলেও কোস্তিলিনের দুর্বলতার কারণে তারা আবার ধরা পড়ে। পরে ঝিলিন একাই দিনার সাহায্যে পালিয়ে যায় এবং সাহস ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে পাহাড় পেরিয়ে রাশিয়ান দুর্গে পৌঁছে মুক্তি লাভ করে, যেখানে কোস্তিলিন শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পায়। গল্পটি শেখায় যে সাহস, বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতা মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং বিপদের মধ্যেও এগুলো মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়।

Story 3: THE BEAR-HUNT

এই গল্পে শিকার অভিযানের মাধ্যমে মানুষের সাহস, ভয় ও আত্মসংযমের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরা হয়েছে। কয়েকজন মানুষ ভাল্লুক শিকারে বের হয় এবং সেই সময় উত্তেজনা ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভাল্লুকের মতো শক্তিশালী প্রাণীর মুখোমুখি হয়ে মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝতে শেখে। গল্পে দেখানো হয়েছে যে অতিরিক্ত সাহস দেখাতে গিয়ে মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারে। প্রকৃত সাহস মানে হঠকারী হওয়া নয়, বরং বিপদের মুহূর্তে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া। টলস্টয় এখানে মানুষকে প্রকৃতির শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখান। তিনি বোঝান যে মানুষের উচিত নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। গল্পটি আত্মসংযম ও সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরে। এটি মানুষকে অহংকার ত্যাগ করে বাস্তবতা বোঝার শিক্ষা দেয়। শেষ পর্যন্ত গল্পটি বলে যে জীবনে বাঁচতে হলে সাহসের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও ধৈর্যও জরুরি।

Story 4: WHAT MEN LIVE BY (1881)

এই গল্পটি মানুষের জীবন সম্পর্কে গভীর দার্শনিক শিক্ষা দেয়। দরিদ্র মুচি সেমিওন এক শীতার্ত ও অসহায় মানুষ মিখাইলকে আশ্রয় দেন, যদিও নিজে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ছিলেন। পরে জানা যায়, মিখাইল একজন ফেরেশতা যাকে ঈশ্বর পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য। বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মিখাইল উপলব্ধি করে যে মানুষের অন্তরে ভালোবাসা রয়েছে। সে আরও শেখে যে মানুষ ভালোবাসার কারণেই বেঁচে থাকে। তৃতীয় শিক্ষাটি হলো মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই জানে না। ঈশ্বর মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রাখেন। গল্পটি দয়া, মানবতা ও সহানুভূতির শক্তি তুলে ধরে। টলস্টয় দেখান যে ভালোবাসাই মানবজীবনের আসল ভিত্তি। গল্পটি পাঠককে মানবিক হতে শেখায়। এটি একটি গভীর নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বহন করে।

Story 5: A SPARK NEGLECTED BURNS THE HOUSE (1885)

এই গল্পে একটি ছোট ভুল কীভাবে বড় ধ্বংস ডেকে আনতে পারে তা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। দুটি প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে সামান্য ঝগড়া শুরু হয়। শুরুতে বিষয়টি খুব তুচ্ছ ছিল, কিন্তু কেউই নিজের অহংকার ত্যাগ করতে চায় না। ধীরে ধীরে ঝগড়া বড় শত্রুতায় রূপ নেয়। এক পর্যায়ে আগুন লাগে এবং পুরো বাড়ি পুড়ে যায়। এই ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল একটি ছোট অবহেলা। টলস্টয় বোঝাতে চেয়েছেন যে ছোট সমস্যাকে গুরুত্ব না দিলে তা বড় বিপদে পরিণত হয়। গল্পটি মানুষকে রাগ সংযত করতে শেখায়। এটি ক্ষমা ও সহনশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরে। অহংকার মানুষের সর্বনাশ ডেকে আনে—এই শিক্ষাই গল্পের মূল বক্তব্য।

Story 6: TWO OLD MEN (1885)

এই গল্পে দুই বৃদ্ধের তীর্থযাত্রার কাহিনি বলা হয়েছে। তারা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ যাত্রা শুরু করে। পথে একজন বৃদ্ধ দেখে কিছু দরিদ্র ও অসহায় মানুষ সাহায্যের প্রয়োজন। সে তীর্থে

যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। অন্য বৃদ্ধ নির্ধারিত পথে তীর্থে পৌঁছে যায়। শেষে দেখা যায় ঈশ্বর সেই বৃদ্ধের সেবাকেই গ্রহণ করেছেন যে মানুষকে সাহায্য করেছিল। গল্পটি বোঝায় যে ধর্মীয় আচার নয়, মানবসেবাই প্রকৃত ধর্ম। টলস্টয় বলেন ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই বাস করেন। গল্পটি মানবতা ও করুণার শিক্ষা দেয়। এটি দেখায় যে ভালো কাজের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

Story 7: WHERE LOVE IS, GOD IS (1885)

এই গল্পে মার্টিন নামের এক বৃদ্ধ মুচির জীবনের কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। সে বিশ্বাস করত ঈশ্বর একদিন তার কাছে আসবেন। সারাদিন সে বিভিন্ন মানুষের সাহায্য করে—একজন গরিব মা, এক বৃদ্ধ মানুষ ও এক ক্ষুধার্ত শিশুকে। সে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও দয়া দেখায়। দিনের শেষে সে হতাশ হয় কারণ ঈশ্বরকে দেখতে পায়নি। কিন্তু পরে সে বুঝতে পারে এই মানুষগুলোর মধ্য দিয়েই ঈশ্বর তার কাছে এসেছিলেন। গল্পটি শেখায় যে যেখানে ভালোবাসা আছে, সেখানেই ঈশ্বরের উপস্থিতি। মানবসেবাই ঈশ্বরসেবা—এটাই গল্পের মূল শিক্ষা। টলস্টয় মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছেন।

Story 8: THE STORY OF IVÁN THE FOOL (1885)

এই রূপকথায় ইভান নামের এক সহজ-সরল যুবকের গল্প বলা হয়েছে। সবাই তাকে বোকা মনে করলেও সে ছিল সৎ ও পরিশ্রমী। সে কখনো লোভ বা অহংকারে জড়ায় না। অন্যদিকে তার চালাক ভাইয়েরা ক্ষমতা ও সম্পদের লোভে ধ্বংস হয়ে যায়। ইভানের সরলতা ও সততাই তাকে সফল করে তোলে। শেষ পর্যন্ত সে শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করে। গল্পটি বোঝায় যে চালাকির চেয়ে সততা বেশি শক্তিশালী। টলস্টয় এখানে সমাজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ব্যঙ্গ করেছেন। গল্পটি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে। সরলতাই মানুষের প্রকৃত সম্পদ—এটাই গল্পের মূল বক্তব্য।

Story 9: EVIL ALLURES, BUT GOOD ENDURES

এই গল্পে মন্দ ও ভালো কাজের পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। মন্দ কাজ প্রথমে আকর্ষণীয় মনে হলেও শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ডেকে আনে। অন্যদিকে ভালো কাজ শুরুতে কঠিন হলেও দীর্ঘস্থায়ী সুখ দেয়। টলস্টয় মানুষের নৈতিক পরীক্ষার কথা বলেছেন। মানুষ প্রায়ই সহজ পথ বেছে নেয়, যা তাকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়। ভালো কাজ ধৈর্য ও আত্মসংযম দাবি করে। গল্পটি দেখায় যে সত্য ও ন্যায় শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়। এটি মানুষকে নৈতিক জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়। টলস্টয় বোঝান যে ভালোই চিরস্থায়ী।

Story 10: LITTLE GIRLS WISER THAN MEN

এই গল্পে দেখানো হয়েছে যে জ্ঞান বয়সের ওপর নির্ভর করে না। কিছু ছোট মেয়ের বুদ্ধিমত্তা বড়দের অহংকার ও বিবাদ থামিয়ে দেয়। বড়রা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। কিন্তু শিশুরা তাদের সহজ যুক্তি ও নিষ্পাপ মন দিয়ে সমস্যার সমাধান করে। গল্পটি অহংকারের বিপদ দেখায়। টলস্টয় শিশুদের সরল চিন্তাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে দেখিয়েছেন। এটি শান্তি ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। গল্পটি মানবিক মূল্যবোধ তুলে ধরে। শিশুদের কাছ থেকেও শেখার আছে—এটাই মূল বার্তা।

Story 11: ILYÁS

এই গল্পে ইলিয়াস নামের এক ধনী ব্যক্তির জীবনের উত্থান-পতন দেখানো হয়েছে। সে একসময় খুব ধনী ছিল, কিন্তু অহংকার ও অপচয়ের কারণে সব হারায়। পরে সে দরিদ্র হলেও শান্ত ও সন্তুষ্ট জীবন যাপন করে। গল্পটি দেখায় যে সুখ সম্পদের ওপর নির্ভর করে না। টলস্টয় বোঝান যে লোভ মানুষকে ধ্বংস করে। সত্যিকারের সুখ আসে সন্তুষ্টি থেকে। ইলিয়াস তার কষ্টের মধ্য দিয়েই জীবনের আসল অর্থ বুঝতে পারে। গল্পটি আত্মতৃপ্তি ও নম্রতার শিক্ষা দেয়। এটি মানুষের মানসিক শান্তির গুরুত্ব তুলে ধরে।